23 MAY 2017
8
2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে নীল দলের জয়

ছাত্র প্রতিনিধির দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে সরকার-সমর্থক নীল দল ৩৩টি আসন পেয়েছে। বাকি দুটি আসন পেয়েছে বিএনপি-জামায়াতের সমর্থক সাদা দল। নির্বাচন চলাকালে কয়েকজন শিক্ষার্থী সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ করেন। শিক্ষকেরা তাঁদের ঠেলে সেখান থেকে সরিয়ে দেন।

গতকাল সোমবার সকাল নয়টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। নির্বাচন চলাকালে বেলা ১১টার দিকে ভবনের সামনে মুখে কালো কাপড় বেঁধে অবস্থান নেন ২০-২৫ জন শিক্ষার্থী। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে তাঁরা 'ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট অবৈধ', 'অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন দিয়ে দাও', 'শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ছাড়া সিনেট নির্বাচন মানি না' লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী, সহকারী প্রক্টরদের কয়েকজন এসে শিক্ষার্থীদের সেখান থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন। এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষার্থীরা সিনেট ভবনের বাইরের ফটকে অবস্থান নেন। সেখানে তাঁরা সিনেটে অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে অবস্থান ও বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস ঘুরে বেলা পৌনে একটার দিকে ডাকসু ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

জানতে চাইলে প্রক্টর আমজাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সিনেটের সামনে থেকে শিক্ষার্থীদের সরে যেতে বলায় তারা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ধেয়ে আসে। তারা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রই না। কারা এমন গালিগালাজ করেছে, তা জানতে কয়েকজন তরুণ শিক্ষক এগিয়ে যান। তখন হয়তো কারও গায়ে ধাক্কা লাগতে পারে।' শিক্ষার্থীদের সরে যেতে বলার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তারা ছাত্র সংসদের দাবি জানাতেই পারে। তবে সিনেট নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছে, তা বেআইনি ও বেমানান।'

নতুন নির্বাচিত হতে যাওয়া সিনেটের সদস্যদের ভোটেই পরবর্তী উপাচার্য নির্বাচিত হওয়ার কথা। আগামী আগস্টে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই উপাচার্য নির্বাচন ও আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ নিয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নীল দল থেকে দুটি আলাদা প্যানেল মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়। পরে নির্বাচন কমিশন নীল কাগজ ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগে একটি প্যানেলের ৩৫ জনের প্রার্থিতা বাতিল করে দেয়। অন্য প্যানেলটি থেকে একজন নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় নীল দল থেকে ৩৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

দুপুরে ভোট গ্রহণ শেষ হলে গণনার পর তা প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন। তিনি জানান, মোট ১ হাজার ৫৪১ জন ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৪৪৪ জন ভোট দিয়েছেন।

প্রকাশিত ফলে দেখা যায়, নীল দল থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন লেদার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আফতাব আলী শেখ। এ ছাড়া প্রথম সারিতে রয়েছেন অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. জিয়াউর রহমান, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, আইন বিভাগের অধ্যাপক মো. রহমত উল্লাহ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র বিভাগের অধ্যাপক আ জ ম শফিউল আলম ভূইয়া প্রমুখ।

নীল দল থেকে একমাত্র মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সায়মা খানম ছাড়া সবাই পাস করেছেন। সাদা দল থেকে নির্বাচিত দুজন সিনেট সদস্য হলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর